নেপাল চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের দুটি পুরস্কার অর্জন

নেপালে অনুষ্ঠিত ‘পঞ্চম নেপাল কালচারাল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’-এ শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্মের পুরস্কার পেল প্রয়াত অভিনেতা আহমেদ রুবেল অভিনীত সিনেমা ‘প্রিয় সত্যজিৎ’। এই সিনেমাটি নির্মাতা করেছেন প্রসূন রহমান। অন্যদিকে, একই উৎসবে শিশুশিল্পীর পুরস্কার পেল বাংলাদেশের শিশুশিল্পী আতিকুর রহমান শিহান।

আন্তর্জাতিক বিভাগে পাশা মোস্তফা কামালের কাহিনি অবলম্বনে শায়লা রহমান তিথির পরিচালনায় ‘যুদ্ধজয়ের কিশোর নায়ক’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য এই পুরস্কার পেয়েছে শিহান।

প্রয়াত অভিনেতা আহমেদ রুবেল চেয়েছিলেন তার অভিনীত ‘সেরা সত্যজিৎ’ সিনেমাটি সমাদৃত হোক আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। সেই ইচ্ছা পূরণ হলেও সেটি দেখে যাওয়া হল না এই অভিনেতার। প্রসূন রহমান পুরস্কারটি উৎসর্গ করেছেন আহমেদ রুবেলকে।

তিন দিনের এ উৎসব শেষ হয় রোববার। কাঠমান্ডুর ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড মিলনায়তনে উৎসবের শেষ দিনের সমাপনী সন্ধ্যায় প্রসূনের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তির এই খবর নির্মাতা তার ফেইসবুকে জানিয়েছেন। সিনেমাটির সঙ্গে জড়িত সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি।

অপর দিকে ‘যুদ্ধ জয়ের কিশোর নায়ক’ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পরিচালক শায়লা রহমান তিথি জানান, ‘২য় বারের মতো আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করলো সরকারি অনুদানে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘যুদ্ধজয়ের কিশোর নায়ক’।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। এটা আমাদের পুরো টিমের জন্য এবং বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের একটি বিষয়।’

এছাড়া তিনি শিশুশিল্পী আতিকুর রহমান শিহানকে অভিনন্দন জানান সেরা শিশুশিল্পীর পুরস্কারটি অর্জন করার জন্য। ছবিতে অন্যান্য চরিত্রে

অভিনয় করেছেন- গোলাম ফরিদা ছন্দা, মুজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী, শাশ্বত স্বপন, নাজমুল হক বাবু, শেখ আনিসুর রহমান আনিস, মোহনা হোসাইন, সাবিকুন্নাহার কাকন, শফিকুল ইসলাম ইমরান, তৌফিক বুলেট, নুপুর হোসাইন রাণী, শিশুশিল্পী শ্রীময়ী শ্রেষ্ঠা রায় প্রমুখ।

এদিকে সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নির্মিত সিনেমাটি নিয়ে প্রসূন এর আগে বলেছিলেন, “এটি সিনেমার অন্তর্জগৎ নিয়ে তৈরি একটি চলচ্চিত্র। পরবর্তী প্রজন্মের নির্মাতাদের ওপর সত্যজিৎ রায়ের প্রভাব এবং কিংবদন্তি এই নির্মাতার প্রতি অনুজদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানানোর গল্প।“

কিশোরগঞ্জের মসূয়ায় সত্যজিৎ রায়ের দাদা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বাড়িসহ আরও কয়েকটি এলাকা ও পুরান ঢাকার একটি বাড়িতে শুটিং হয়েছে। রুবেল ও মৌটুসী ছাড়াও সাঈদ বাবু, সঙ্গীতা চৌধুরী, লাবণ্য চৌধুরী, এহসানুল হক, নুসরাত জাহান নদী, পংকজ মজুমদারসহ অনেকে কাজ করেছেন।
সূত্র: ইত্তেফাক

সাড়ে ৪ বছর কারাভোগ শেষে আপন ঠিকানায় ভারতীয় নাগরিক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় নাগরিক দীপক কুমার ঠাকুরকে (৩৫) হস্তান্তর করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া ১২টায় দর্শনা সীমান্তের ৭৬ নম্বর খুঁটি সংলগ্ন এলাকায় দু’দেশের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ওই নাগরিককে হস্তান্তর করা হয়।

দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ইনচার্জ এসআই আতিকুর রহমান জানান, ভারতের বিহার রাজ্যের সমস্তিপুর জেলার ওয়ারিশনগর থানার মনিহারপুর গ্রামের শ্রীরাম নরেশ ঠাকুরের ছেলে দীপক কুমার ঠাকুর অবৈধভাবে সীমান্ত গলিয়ে এদেশে প্রবেশ করে। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তার

বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পিরোজপুর থানায় একটি মামলা হওয়ায় পর তাকে আদালতে সোর্পদ করা হয়। সে সময় পিরোজপুর আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশে দেন। ২০২৩ সালের ১৮ অক্টোবর পিরোজপুর জেলা কারাগার হতে তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে নেয়া হয়। এরপর ৪ বছর ৬ মাস ১৯ দিন পর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাকে তার বাবা শ্রীরাম নরেশ ঠাকুর ও তার মেয়ের স্বামী গৌরব কুমারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

হস্তান্তরের সময় ভারতীয় বিএসএফের কোম্পানী কমান্ডার এসি ভিওসি এইচ মাখেন এবং বিএসএফের কমান্ডেন্ট নাগা রঞ্জন, ডিআইবি সাধন কুমার মন্ডল ও কৌশিক বিশ্বাস,কাস্টমস সুপার রামওতার পি যাদব, কৃষ্ণগঞ্জ থানার এসআই তন্ময় দাস, গেদে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা জিসি দে ও রেডক্রসের প্রতিনিধি চিত্ত রঞ্জন দাস। এদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টের ইনচার্জ সুবেদারের এনামুল কবির, কাস্টমস সুপার জাহিদ হাসান, দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এসআই আতিকুর রহমান, দর্শনা থানার এসআই ফাহিম হাসান এ এস আই আঃ মমিন, ও জেলা কারাগারের কারারক্ষী মনিরুজ্জামান।

দর্শনায় বিজিবি-বিএস এফের পতাকা বৈঠক, আপন ঠিকানায় ভারতীয় মা ও ছেলে

মোবাইল ফোনে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সন্দীপের এক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করেছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিন চব্বিশ পরগনোর বাসিন্দা প্রাণ কৃষ্ণ দাস। এরপর সেই মেয়েকে বিয়ে করতে সে তার মা কাজলী দাসকে সঙ্গে নিয়ে অবৈধভাবে যশোর বেনাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে আসে। বিয়ে শেষে ফেরার সময় বাঁধে বিপত্তি।

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার যাদবপুর সীমান্তে বিজিবি সদস্যরা তাদের আটক করে তাদের পুলিশ সোপর্দ করে। তারপর তাদের ঠাঁই হয় ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে। এরপর সাজা শেষে আজ বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ইমিগ্রশন

চেকপোস্টর শুন্য রেখায় বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ভারতে ফেরত পাঠায়।

দর্শনা ইমিগ্রশন চেকপোস্ট ইনচার্জ এসআই আতিকুর রহমান জানান, ২০২৩ সালের ২৩ সেপ্টম্বর দালাল চক্রের মাধ্যমে যশোরের পুটখালী সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে তারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। এরপর চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ গিয়ে ছেলের পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করায়। বউকে বাংলাদেশে রেখ বিয়ের ১৫ দিন পর ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দালালের মাধ্যমে দেশে ফেরার সময় বিজিবির টহল দলের সদস্যরা তাদের আটক করে পুলিশ দেয়। মহশপুর থানা পুলিশ তাদের আদালতে সোপর্দ করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। ভারতের দক্ষিণ-চব্বিশ পরগোনা জেলার ফুলতলী থানার মথুরানগর কলোনী লম্রপাড়া প্লটের বাসিন্দা প্রাণ কৃষ্ণ দাস পেশায় একজন মৎসজীবি। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা অনাদায় আরা ১দিন সাজা হয় তাদের। এরপর কারাগারে ছিল ৪ মাস ২১ দিন। কারাভোগ শেষ চেকপাস্ট দিয়ে আনুষ্ঠানিভাব হস্তান্তর করা হয় মা ও ছেলেকে।

এ সময় ভারতীয় বিএস এফের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন,ভারতীয় গেদে কোম্পানি কমান্ডার ভিতা সিং ইচ,
ভারতীয় ইমিগ্রেশন ইন্সপেক্টর এস কে বোস কাষ্টমস সুপার সুব্রত মন্ডল,কৃষ্ণগঞ্জ থানার সাব ইন্সপেক্টর শামসুর রহমান, কৃষ্ণগঞ্জ থানার ডি আই বি এ এস আই সাধন মন্ডল।

বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা আইসিপি ইনচার্জ সুবেদার মন মোহন, দর্শনা চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন ইনচার্জ আতিকুর রহমান, দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই টিপু সুলতান, ডি এস বি এ এস আই মাসুদ রানা, এ এস আই আব্দুল মোমিন দু’দেশের বিজিবি-বিএসএফ এবং ইমিগ্রশনের আরও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫ বছর কারাভোগ শেষে আপন

ঠিকানায় ফিরলেন ভারতীয় নাগরিক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা জয়নগর সীমান্তে বিজিবি-বিএস এফ পতাকা বৈঠক অনুষ্টিত হয়েছে। পতাকা বৈঠকের মাধ্যেমে ৫ বছর কারাভোগ শেষে ভারতীয় নাগরিক মানসিক ভারসাম্যহীন অভিষেক কুমারকে (৩৫) সীমান্তরক্ষী বাহীনি বিএস এফের কাছে হস্তান্তর করেছে বিজিবি।

আটককৃত অভিষেক কুমার ভারতের ঝাড়কান্ড প্রদেশের জারিদি জেলার গান্ধীনগর থানার জারিদি বাজার পাড়ার ঘনশ্যামের ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দু দেশের সীমান্তরক্ষীদের পতাকা বৈঠকের মাধ্যেমে এ হস্তান্তর করা হয়। অভিষেক কুমারের পরিবারের পক্ষ থেকে তার মা পুস্পা দেবী তাকে গ্রহন করতে সীমান্তের শৃন্য রেখায় আসেন।

পুলিশ জানায় ২০১৯ সালের ২১ জুলাই রাজশাহী বিভাগের বোয়ালিয়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করছিলো। এ সময় বিজিবি অভিষেক কুমারকে আটক করে। পরে তাকে বিজিবি অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে অভিষেক কুমারের বিরুদ্ধে দায়ের করেন মামলা যার নং ১০। এরপর ২২ মার্চ ২০২২ সালের সুরক্ষা সেবা বিভাগ বহিরাগমন-১ থেকে ভারত প্রত্যাবাসনের চিঠি প্রেরণ করে।

কিন্তু অভিষেকের পারিবারের সন্ধান না পাওয়ায় দায়িত্বশীল কারো কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা একাত্তর টিভির জেষ্ঠ্য চিত্রসাংবাদিক ও সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যামেচার রেডিও সোসাইটি বাংলাদেশ মো: শামসুল হুদার প্রত্যাবাসন বিষয়ক বেশ কিছু সাফল্যের কথা জানতে পেরে অভিষেককে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান। দীর্ঘ ৫ বছর কারাভোগ শেষে আপন ঠিকানায় ফিরলেন ভারতীয় নাগরিক অভিষেক কুমার ।

এসময় বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মন মোহন, দর্শনা আইসিপি কমান্ডার এনামৃল হক, হাবিলদার সাকার উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের ইনচার্জ জিললু রহমান, দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই খান আব্দুর রহমান, দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস আই আতিক হাসান, এ এস আই মোমিন এ এস আই সায়মুন। ভারতের গেঁদে বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার এসি বিতাশা, এস আই পি মুর্খার্জি, এসআই মজুমদার, গেদে ইমিগ্রেশন

ইনচার্জ জেসি দে, কাস্টমস কর্মকর্তা রামাতার পি যাদব, কৃষ্ণগঞ্জ থানার এএসআই তন্ময় দাস, ডিআইবি সাধন মন্ডল, রেডক্রস প্রতিনিধি চিত্তরঞ্জন প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গের দুই শিল্পীর সুরে মুগ্ধ ঝিনাইদাহের সংগীতানুরাগীরা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত দুই শিল্পীর ধ্রুপদি সংগীত সন্ধ্যায় মুগ্ধ করলো ঝিনাইদহের সংগীতানুরাগীদের। রবিবার (১১মার্চ) রাতে বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা ঝিনাইদহের আঞ্চলিক শাখার আয়োজনে ঝিনাইদহ শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে শাস্ত্রীয় সংগীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়।

তবলা লহড়া, খেয়াল, ঠুমরী ও বিভিন্ন ঘরনার ধ্রুপদি সংগীত পরিবেশন করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী পন্ডিত শুভ্রাংশু চক্রবর্তী ও পন্ডিত শ্যামসুন্দর গোস্বামী।

এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ কেশব চন্দ্র কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. বিএম রেজাউল করিম, একই কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর অশোক কুমার মৌলিক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রথীন্দ্র নাথ রায় ও সংগীতজ্ঞ অজয় দাসসহ অন্যান্যরা।

সংগীত সন্ধ্যার সঞ্চালনায় ছিলেন ঝিনাইদহ গণশিল্পী সংস্থার সভাপতি উপাধ্যক্ষ আব্দুস সালাম। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংগীত শিল্পীরাও তাদের সংগীত পরিবেশন করেণ।

ভারতের মেদিনীপুরে ৫দিন ওরশ শেষে দেশে ফিরলো বাংলাদেশের বিশেষ ট্রেন

দর্শনা, ভারতের মেদিনীপুরের হুজুর পাকের রওজা মোবারকে ৫দিন ওরশ শেষে বিশেষ স্পেশাল ট্রেনটি বাংলাদেশে ফিরছে।

আজ সোমবার (১৯ ফেব্রয়ারি) দুপুরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলপথ দিয়ে ফিরে এসেছে।

দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশন ম্যানেজার কামরুল ইসলাম ও দর্শনা চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন ইনচার্জ আতিক হাসান জানান, প্রতি বছরের মতো এবারো স্পেশাল ট্রেনটি ২৪টি বগিতে ২২৬৩ জন যাত্রী নিয়ে গত বুধবার ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জোড়া মসজিদে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) এর বংশধর হযরত আল বাগদাদী আল মেদিনীপুরী (আ.) মশহুর নাম ‘মওলাপাক’ এর পবিত্র ওরশ শরীফের ১২৩ তম ওরশ অনুষ্ঠিত হয়।

এদের মধ্যে পুরুষ যাত্রী ১৩২৫,মহিলা ৮৫৪,শিশু ৮৪ জন মোট ২২৬৩ জন ওরশ শরীফে যোগ দেয়।

১৮ ফেব্রয়ারি রবিবার ওরশের বয়ানের পর ভোরে বিশেষ দোয়া শেষে রওনা হয়। সোমবার (১৯ ফেব্রয়ারি) সন্ধা সাড়ে ৬ টার দিকে স্পেশাল ট্রেনটি দর্শন দর্শনা রেল স্টেশনে পৌছায়। উলেখ্য গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টার দিকে এ বিশেষ ট্রেনটি ভারতের উদ্দ্যেশে রওনা দেয়।

বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যৌথভাবে ১৯০২ সাল থেকে এই ওরশকে ঘিরে এ ট্রেনটি চলাচলের ব্যবস্থা করে আসছে।

তিনি বলেন, বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর বংশধরদের নৈকট্য লাভ, তাদের এক নজর দেখতে ও পূণ্য লাভের আশায় প্রতিবছর এই দিনে মেদিনীপুরে যান ভক্তরা। ওই ওরশের সঙ্গে মিল রেখে একইদিন রাজবাড়ীর বড় মসজিদ খানকা শরীফে নানা আনুষ্ঠানিকতা হয়। পীরের ভক্তরা এতে যোগ দেন।

ওরশে যোগদানের জন্য ভারত সরকারের সুপারিশ ও বাংলাদেশের

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ভারতীয় দূতাবাস বিশেষভাবে ভিসা দিয়ে থাকেন বলে জানান আজিজ কাদেরী।

মিশরের পিরামিড ও রহস্য

আমার ২০১০ সালে মিশরের পিরামিড দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমি সে সময় জাপানি একটি কোম্পানি কে লাইনের একটি জাহাজে যোগদানের জন্য মিশরে গিয়েছিলাম। আমার জয়নিং স্থান ছিল পোর্ট সাঈদ যা কায়রো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

আমার সে সময় জাহাজে যোগদানের পূর্বে রাজধানী কায়রোতে গিজার পিরামিড দেখার সুযোগ হয়েছিল। কায়রো এয়ারপোর্ট থেকে পিরামিড দেখার জন্য গিজাতে যাই। গিজাতে দেখলাম প্রচুর বিদেশি দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। তারপরও অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু সম্ভব ঘুরে দেখার চেষ্টা করলাম। পিরামিড দেখা হয়ে গেলে আবার পোর্ট সাঈদের উদ্দেশ্যে রওনা হই এবং সেখানে যেয়ে জাহাজে যোগদান করি। আমি সেই সময় জাহাজে সেকেন্ড অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলাম।

পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় স্থানগুলোর একটি হলো গিজার পিরামিড। এর নির্মাণ কৌশল নিয়ে আজও নানা রকম প্রশ্ন রয়েছে ইতিহাসবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ, এবং বিজ্ঞানীদের মনে। বিভিন্ন রকম গবেষণাতেও এসব রহস্যের সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে গিজায় পিরামিড তৈরি হয়েছিল। সে সময় মিশরের মানুষের বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পরের জীবনই হল অনন্ত জীবন। তাই মৃত্যুর পর দেহ অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষণ করার জন্য এবং পরলোকে অনন্ত শান্তির জীবন পেতে মিশরের সম্রাটদের জন্য চুনাপাথর খন্ড দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল পিরামিড।

মিশরের সবচেয়ে বড়, পুরনো এবং আকর্ষণীয় পিরামিড হচ্ছে গিজার পিরামিড। গিজার মহাপিরামিড বা খুফুর পিরামিডকে ইংরেজিতে গ্রেট পিরামিড অফ গিজা বলা হয়। গিজার গোরস্থানে তিনটি পিরামিড রয়েছে। এর মধ্যে খুফুর পিরামিড টি সবচাইতে পুরাতন এবং বড়। এটির অবস্থান মিশরের এল গিজা নামক স্থানে। এটি তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রায়

টানেল বা সুড়ঙ্গ পথ। এসব পিরামিডের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য সুড়ঙ্গ পথ। কেন এই সুড়ঙ্গ পথগুলো তৈরি করা হয়েছিল তার সঠিক উত্তর এখনো কেউ দিতে পারেনি।
গিজার পিরামিডের সামনে রয়েছে বিখ্যাত স্ফীংস মূর্তি।এটির মাথা মানুষের মত আর বাকি অংশ সিংহের মতো। এটি মিশরের সবচেয়ে প্রাচীন ভাস্কর্য বলে জানা যায়। এটি ২০ মিটার উঁচু এবং ৭৩. ৫ মিটার দীর্ঘ। এটি বৃহদাকার পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে।আরবিতে একে বলে আবুল হুল যার ইংরাজি অর্থ ফাদার অফ টেরর।

বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো সভ্যতার একটি গড়ে উঠেছিল মিশরে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা সর্বপ্রথম পিরামিড তৈরি করেছিল। মানব সভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম রহস্যময় নিদর্শন হল এই মিশরের পিরামিড। প্রাচীনকালে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে পিরামিডই সবচেয়ে পুরনো এবং অনেকাংশে অক্ষত।

স্পেস স্টেশনে বসে দ্য গ্রেট পিরামিড অফ গিজার ছবি তুলে পাঠিয়েছিলেন জাপানের নভোচর সোইচি নোগুচি ২০২১ সালে। পিরামিডের পাশাপাশি গিজা মরুভূমি এবং লাগোয়া শহরের ছবিও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে ওই ছবিতে। অনেকেই বলেছেন এ যেন থ্রিডি ইমেজ। পিরামিডের তিনকোনা মাথাগুলো বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা গিয়েছে ওই ছবিতে।

মিশরের গিজার পিরামিড দেখতে ভিড় জমান দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা। গিজার এই পিরামিড প্রাচীন মিশরের আইকনিক ধ্বংসাবশেষ। গ্রানাইট এবং চুনাপাথরের প্রায় ২.৩ মিলিয়ন ব্লক যার গড় ওজন দুই টন। হাজার হাজার বছর ধরে এগুলো এভাবেই রয়ে গেছে। পিরামিড নিয়ে হয়েছে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং গবেষণা তবুও রহস্য ভেদ হয়নি।

২০১০ সালের পরও অনেকবার জাহাজ নিয়ে মিশরে গিয়েছি এবং সুয়েজ ক্যানেল ট্রানজিট করেছি। তবে মিশরের পিরামিড দ্বিতীয়বার আর দেখার সুযোগ হয়নি।

লেখক: মাস্টার মেরিনার ও এক্স ক্যাডেট,বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী চট্টগ্রাম।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বেনজেমার মামলা

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিনের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন দেশটির জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার করিম বেনজেমা। গত বছরের অক্টোবরে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের হামলার নিন্দা করেছিলেন বেনজেমা। আর তাই ব্যালন ডি’অর জয়ী এই ফুটবলারের সঙ্গে মুসলিম ব্রাদারহুডের সম্পৃক্ততার অভিযোগ এনেছিলেন দারমানিন।

ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, বেনজেমার আইনজীবী হিউজ ভিগিয়ের মঙ্গলবার দেশটির বিশেষ আদালত কোর্ট ডি জাস্টিসে মামলা করেছেন। এই আদালতে ফ্রান্সের মন্ত্রীদের মামলার বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলে হামলা চালানো পর পাল্টা আক্রমণে গাজায় নির্বিচার বোমাবর্ষণ শুরু করে ইসরায়েল। এ নিয়ে প্রতিবাদ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বেনজেমা লিখেছিলেন, ‘আমাদের সমস্ত প্রার্থনা গাজার বাসিন্দাদের জন্য, যারা আবারও এই অন্যায় বোমা হামলার শিকার হচ্ছে, যেখানে কোনো নারী বা শিশুও রেহাই পাচ্ছে না।’

বেনজেমার এমন মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে দারমানিন সিনিউজ চ্যানেলে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘তার (বেনজেমা) সঙ্গে ‘মুসলিম ব্রাদারহুডের কুখ্যাত সম্পৃক্ততা আছে।’ এছাড়াও বেনজেমার বিরুদ্ধে ফ্রান্স জাতীয় দলের খেলায় জাতীয় সংগীত না গাওয়া এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধর্মান্তরকরণ প্রচেষ্টার অভিযোগও এনেছিলেন দারমানিন।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগের পরপরই আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বেনজেমা। এবার আইনি পথে হাঁটলেন এই ফুটবলার। মামলায় বেনজেমা বলেছেন, ‘মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে নূন্যতম সম্পৃক্ততাও কখনো ছিল না, এমনকি সংগঠনটির সদস্য দাবিদার কারও সম্পর্কে কোনো ধারণাও নেই।’

বেনজেমা মামলায় আরও লিখেছেন, ‘আমি জানি যে দুর্নামের কারণে আমাকে

কতটা রাজনৈতিক খেলায় ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাপারটা আরও বেশি কলঙ্কজনক এ কারণে যে ৭ অক্টোবর থেকে ঘটা নাটকীয় ঘটনাগুলো এ ধরনের বিবৃতি থেকে আলাদা কিছু দাবি করে।’

সূত্র: ইত্তেফাক

দর্শনা বাড়াদী সীমান্তে নিহত বাংলাদেশী দু’যুবকের লাশ ১৫ দিন পর ফেরত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার বাড়াদি সীমান্তে নিহত বাংলাদেশী দু’যুবকের লাশ ১৫ দিন পর ফেরত দিয়েছে বিএসএফ।
আজ শনিবার বিকেল ৫টার দিকে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফ’র মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

পতাকা বৈঠক শেষে নিহত বাংলাদেশী দু’যুবকের লাশ গ্রহণের পর পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

দর্শনা পুলিশ ও স্থানীয় ইউপি মেম্বার আ: রহমান জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের বেকারাস্তা পাড়ার সাজেদুর রহমান ওরফে সাইদুল ও একই পাড়ার খাঁজা মঈনুদ্দিনসহ ৫/৬ জন সঙ্গবদ্ধ গরু চোরাকারবারি গত ১৬ ডিসেম্বর (শনিবার) সন্ধ্যার পর দর্শনার কামারপাড়া-বারাদি সীমান্তের পূর্বপাড়া-মাঝেরপাড়া কাঠেরপোল মাঠ নামক স্থান দিয়ে ৮২/২ এস মেইন পিলারের কাছ দিয়ে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে ভারত অভ্যন্তরে আনুমানিক ৩০০ গজ কলাবাগান নামক স্থান গোবিন্দপুরে অবস্থান করে। ওই দিন দিবাগত গভীর রাতে চোরাকারবারিরা ভারতের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন ৩২ গোবিন্দপুর বিএসএফ ক্যাম্পের একটি টহল দলের মুখোমুখি হয়। এসময় বিএসএফ দল চোরাকারবারীদের লখ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুরলে গুলিবৃদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয়।

সাজেদুর রহমান ওরফে সাজ্জুল (৩৫) ও খাঁজা মইনুদ্দিন (৪৫) নামের দুই গরু চোরাকারবারি। ঘটনার পরদির রোববার সকালে ভারতের গোবিন্দপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা লাশ দুটি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার পর লাশ ফেরত চেয়ে বিজিবি-বিএসএফকে পত্র দিলেও বিএসএফ তাতে সারা না দেয়ায় লাশ ফেরত পাওয়া যায়নি। এদিকে গত বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে দর্শনা বাড়াদি সীমান্তে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও আইনী জটিলতার কারণে নিহতের লাশ গ্রহণ করা হয়নি বলে জানান বিজিবি। ফলে লাশ নিয়ে ফিরে যায় বিএসএফ।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা জানান ৮২ পিলারের কাছে কৃষ্ণনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপেন সরকার লাশ হস্তান্তর করলে আমি দর্শনা থানা ওসি হিসেবে লাশ দুটি গ্রহণ করি।

সন্ধ্যারপর লাশ তাদের পরিবারের কাছে বুঝে দেয়া হয়। এ সময় বিজিবি চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের (এডি) মো: হায়দার ও বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার রাজেস নারায়ণ উপস্থিত ছিলেন।পরে দর্শনা থানা পুলিশ সন্ধার দিকে মৃতদ্বয়ের আত্মীয় স্বজনের কাছে লাশ হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পূর্ন করে। এসময় নিহত সাজেদুরের লাশ সনাক্ত ও সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাচাতো ভাই জুয়েল রানা আব্দুল।নিহত দুজনের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করলে পরিবারের লোকজন ও স্বজনদের কান্নায় গ্রামেন আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।গতকালই তাদের লাশ রাত ৮ টার দিকে গ্রামেন একই কোবরস্থানে লাশ দুটি সম্পর্ন হয়েছে।

২২ দিনেই রেমিটেন্স এলো ১৫৭ কোটি ডলার, মাস শেষে ছাড়াবে ২ বিলিয়ন

বর্তমান বিশ্ব পেক্ষাপটে দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে আলোচিত ও উদ্বেগজনক সূচক বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভের অন্যতম

প্রধান উৎস প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের উল্লম্ফন অব্যাহত রয়েছে। অক্টোবর, নভেম্বরের পর বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরেও রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয়ের ঊর্ধ্বমূখী ধারা অব্যাহত আছে।

অক্টোবরের পর নভেম্বর মাসেও প্রায় ২ বিলিয়ন (২০০ কোটি) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। অক্টোবরে পাঠিয়েছিলেন ১৯৭ কোটি ৭৫ লাখ (১.৯৮ বিলিয়ন) ডলার; নভেম্বরে এসেছিল ১৯৩ কোটি (১.৯৩ বিলিয়ন) ডলার। বিশ্লেষকরা বলছেন ডিসেম্বরে ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিটেন্স দেশে আসবে—এটা এখন নিশ্চিত করে বলা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক রোববার রেমিটেন্স প্রবাহের সাপ্তাহিক যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায়, বিদায়ী ২০২৩ সালের শেষ মাস ডিসেম্বরের প্রথম ২২ দিনে (১ থেকে ২২ ডিসেম্বর) ১৫৬ কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার রেমিটেন্স দেশে এসেছে। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছে ৭ কোটি ১৩ লাখ ডলার। মাসের বাকি ৯ দিনে (২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর) এই হারে রেমিটেন্স আসলে মাস শেষে রেমিটেন্সের অঙ্ক ২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে ২ দশমিক ২১ বিলিয়ন (২২১ কোটি ১৫ লাখ) ডলারে গিয়ে দাঁড়াবে। আর সেটা হলে ছয় মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স আসবে ডিসেম্বরে; গত জুনে ২.২০ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছিল দেশে।

গত বছরের ডিসেম্বরে এসেছিল ১৬৯ কোটি ৯৭ লাখ ডলার রেমিটেন্স। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল ৫ কোটি ৪৮ লাখ ডলার। নভেম্বরের রেমিটেন্স ছিল গত বছরের নভেম্বরের চেয়ে ২১ শতাংশ বেশি। ২০২২ সালের নভেম্বরে ১৫৯ কোটি ৫২ লাখ (১.৫৯ বিলিয়ন) প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল। অক্টোবরে প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল ৬ কোটি ৩৫ লাখ ডলার; নভেম্বরে এসেছিল ৬ কোটি ৪৩ লাখ ডলার।

ব্যাংকগুলোর আড়াই শতাংশ বাড়তি প্রণোদনায় প্রবাসী আয় বাড়ছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা। এছাড়া অনেক ব্যাংক বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে বেশি দামে রেমিটেন্স সংগ্রহ করায় প্রবাসী আয় বাড়ছে বলে জানিয়েছেন তারা।

গত সেপ্টেম্বরে ১৩৩ দশমিক ৪৪ কোটি (১.৩৩ বিলিয়ন) ডলারের রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। একক মাসের হিসাবে যা ছিল সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম।

২০২০ সালের প্রথম দিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। দেশে দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় লকডাউন; সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়। কমতে শুরু করে